

আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শিক্ষকদের সমাবেশ

রাজ্যমাটি সংবাদদাতা ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকেরা গত ২১ নভেম্বর মৌন মিছিল ও সমাবেশ করিয়া প্রধানমন্ত্রী এবং জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পৃথক পৃথকভাবে স্মারকলিপি দিয়াছে।

মৌন মিছিল করিয়া নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করিয়াছে। স্মারকলিপিতে রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নবনিযুক্ত শিক্ষকশিক্ষিকা নিয়োগ আদেশ উচ্চ আদালতে বিচারার্থীন থাকা অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বাতিল ঘোষণার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাইয়াছে। ইহা ছাড়াও রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত দাপ্তরিক নির্দেশে নবনিযুক্ত শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে বাধ্য করানোর প্রতিকার এবং নবনিযুক্ত শিক্ষকদের তিনমাসের বকেয়া বেতন ভাতা পাওয়ার জন্য পৃথক দুইটি আবেদন করিয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত ১৪ নভেম্বর ৯৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত একপত্রে বলা হইয়াছে সরকার কর্তৃক গঠিত নিয়োগ কমিটি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও বিধিবহিত ভাবে নিয়োগ কমিটি গঠন করিয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সার্কেল চীফ হইতে স্থানীয় বাসিন্দা মনদপত্র না পাওয়ার ফলে অধিকতর দক্ষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত স্থায়ী বাসিন্দা প্রার্থী নিয়োগ পাওয়া হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

তাই ন্যায় বিচার এবং জনস্বার্থে চেয়ারম্যান রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক গঠিত অবৈধ নিয়োগ কমিটি দ্বারা শিক্ষক পদে নিয়োগ আদেশ বাতিল করা হলো। আদেশ পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে রাজ্যমাটি জেলা পরিষদকে নতুন নিয়োগ কমিটি গঠন করিতে এবং ৪৫ দিনের মধ্যে

পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

উল্লেখ্য, আঞ্চলিক পরিষদের আপত্তির কারণে, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন ভাতা বন্ধ রহিয়াছে। সম্প্রতি আঞ্চলিক পরিষদের নিয়োগ বাতিলের নির্দেশে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অসন্তোষ বাড়িয়া গিয়াছে। অতিষ্ঠ মহলের মতে উচ্চ আদালতে মাঝমা চলাকালীন সময়ে একই বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদের নির্দেশ প্রদান আদালত অবমাননার শামিল।

অপরদিকে ১৯৮৯ সনে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (জেলা পরিষদ) ও ১৯৯৮ সনে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আইনে মধ্যে সমন্বয় না থাকিবার কারণে এইরূপ অচলাবস্থা চলিতেছে। আগামীতে আরও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। অনেকেই প্রকাশ্যে বলিতেছে শান্তি চুক্তি নয় অশান্তির চুক্তি করিয়াছে।